বৃক্ষের চারা রোপণ ও পরিচর্যা

বৃক্ষ রোপণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে

- জুন মাসের পূর্বেই চারা রোপণের প্রস্তুতি নিন।
- ব্যবহারের প্রয়োজন (জ্বালানী, খুঁটি, কাঠ, মন্ড ও ঔষধি ইত্যাদি) অনুযায়ী প্রজাতি নির্বাচন করুন।
- চারা রোপণের জন্য সঠিক স্থান চিহ্নিত করুন।
- কোথায় কী চারা লাগাবেন তার একটি পূর্ব পরিকল্পনা করে নিন।
- বৃক্ষের আবর্তন কাল অনুযায়ী স্বল্প মেয়াদী (৫-১০ বছর), মধ্য মেয়াদী (১০-১৮ বছর) ও দীর্ঘ মেয়াদী (১৮-৪০ বছর) বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন করুন।
- দেশীয় প্রজাতির চারা রোপণের প্রতি গুরুত্ব দিন।
- একক প্রজাতির বাগান না করে মিশ্র প্রজাতির বাগানের প্রতি গুরুত্ব দিন।
- কাঙ্খিত প্রজাতির চারা উত্তোলনের ব্যবস্থা নিন অথবা নার্সারি থেকে চারা প্রাপ্তি নিশ্চিত করুন।
- চারা উত্তোলনের জন্য উন্নত মাতৃ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন।
- নার্সারি হতে উন্নতমানের চারা বাছাই করুন এবং দূর্বল, রুগ্ন ও
- বেশি বয়সের চারা বর্জন করুন।
- বৈদ্যুতিক লাইনের নীচে কোন বৃক্ষ বা বাঁশ লাগাবেন না।

চারা রোপণ পদ্ধতি

- চারা রোপণের আগে নির্বাচিত স্থান প্রয়োজন মতো পরিষ্কার করুন এবং খুঁটি দিয়ে চিহ্নিত ও সঠিক দূরত্ব নির্ধারণ করুন।
- ৪৫ সে:মি: থেকে ৫০ সে:মি: উঁচু, কানি আঙ্গুল সমান গোড়ার বেড়, যথেষ্ট শিকড় সমৃদ্ধ, সোজা ও ডাল-পালা বিহীন চারা সংগ্রহ করুন।
- দুই বছর বয়সী চারার জন্য ২ ফুট X ২ ফুট X ২ ফুট, এক বছর বয়সী চারার জন্য ১½ ফুট X ১½ ফুট X ১½ ফুট, ছয় মাস বয়সী চারার জন্য ১ ফুট X ১ ফুট X ১ ফুট মাপের গর্ত তৈরি করুন।
- জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত নির্ধারিত স্থানে চারা রোপণ করুন।
- চারা রোপণের গর্ত করার সময় গর্তের উপরের মাটি এক দিকে ও নিচের/ভিতরের মাটি অন্য দিকে রাখুন।
- চিহ্নিত স্থানের মাটি গুড়া করুন এবং সমপরিমাণ গোবর সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে নিন।
- গর্ত ভরাটের সময় নিচের মাটি উপরে ও উপরের মাটি নিচে দিতে হবে।
- লক্ষ্য রাখবেন, পরিবহনের সময় চারা যেন আঘাত না পায়।
- চারা আনার পর শক্ত ও সতেজ হওয়ার জন্য চারাটি কয়েক দিন ছায়াযুক্ত স্থানে রাখুন এবং প্রতিদিন প্রয়োজন মতো পানি দিন।
- চারা রোপণের সময় ধারালো ছুরি দিয়ে পলিথিন ব্যাগটি কেটে অন্যত্র সরিয়ে ফেলুন।
- চারা কলারের নিচ পর্যন্ত মাটি দিয়ে গর্তের মাঝখানে চারা রোপণ করুন। রোপণের সময় চারার গোড়ার মাটির দলা বা পিন্ডটি যেন ভেঙ্গে না যায় সেদিকে নজর দিন।
- চারা লাগানোর পর ভাল করে চারার গোড়ার মাটি চেপে দিন।
- চারা লাগানোর সময় চারার চেয়ে লম্বা বাঁশের খুঁটির সাথে হালকা করে সুতা দিয়ে চারাটি বেঁধে দিন, যেন বাতাসে নড়া চড়া করতে না পারে।
- মাটি শুকনা থাকলে চারা রোপণের পরপরই সেচ দিন।

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

মনে রাখবেন শুধু চারা রোপণ নয় চারাকে টিকিয়ে রাখাই বড় কাজ।

- রোপণকৃত চারায় বেড়া দেয়ার ব্যবস্থা করুন।
- গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, সজারু থেকে রক্ষা করুন।
- চারা রোগাক্রান্ত বা পোকা-মাকড়ে আক্রান্ত হলে রোগ-বালাই নাশক প্রয়োগ করুন, প্রয়োজনে স্থানীয় বন কর্মী বা কৃষি কর্মীর পরামর্শ নিন।
- খরার সময় প্রয়োজনে চারার গোড়ায় পানি দিন।
- চারায় বেয়ে উঠা লতা কেটে দিন ও গোড়া আগাছা মুক্ত রাখুন।
- শীতকালে চারার গোড়ার মাটি যেন রসযুক্ত থাকে সেজন্য শুকনো লতা-পাতা, খড়, কচুরিপানা ইত্যাদি দিয়ে চারা গোড়া ঢেকে দিন।
- মরা, রোগাক্রান্ত ও দূর্বল চারা সরিয়ে নতুনভাবে মান সম্পন্ন সবল ও সতেজ চারা লাগানোর ব্যবস্থা নিন।

- বেড়ে ওঠা গাছের একাধিক ডাল-পালা হলে, ডাল-পালা ধারালো দা, ছুরি বা সিকেচার দিয়ে কেটে ফেলুন।
- কাটার সময় দা এর আঘাতে ডাল-পালা যেন থেতলে না যায় এবং প্রধান কান্ডে আঘাত না লাগে সেদিকে নজর দিন।
- বর্ষার আগে ও বর্ষার পরে পরিমাণ মতো গোবর সার চারার গোড়ায় ব্যবহার করুন।
- বর্ষার পানি যেন চারার গোড়ায় জমতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখুন। প্রয়োজনে চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে উঁচু করে নিন।
- চারা গাছের গোড়ার শিকড় কোন কারণে বের হয়ে গেলে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিন।
- জলোচ্ছ্বাস কবলিত এলাকায় চারার গোড়ায় জমে থাকা পলি, আবর্জনা সরিয়ে ফেলুন।
- ৫-৬ বছর বয়সে বাগানের গাছ থিনিং (পাতলাকরণ) পদ্ধতি অনুসরণ করে থিনিং (পাতলা) করুন।

যতনে রতন মিলে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ০৩১-২৫৮০৩৮৮

ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.

Web site : www.bfri.gov.bd, E-mail : bfri_ttt@ctpath.net